[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে নিখোঁজ দুজনসহ তাদের অপর ৬ বন্ধু গোসল করতে নামে। হঠাৎ নিলয় ডুবে যায় এসময় কৌশিক তাকে বাঁচাতে গেলে দুজনেই পানির নিচে তলিয়ে যায়।

পরে খবর পেয়ে মুজিবনগর ফাাঁয়ার সাভির্সের টিম লিডার সেলিম রেজার নেতৃত্বে একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে প্রাথমিকভাবে খোঁজখবর শুরু করেছে। তিনি জানান, আমরা এসে রেকি করেছি। এছাড়া খুলনার ডুবরি দলকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার কাজ শুরু করবে।

স্থানীয়রা জানান, মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর ও রতনপুর গ্রামের সংযোগস্থল এই সুইসগেট। পানির সৌন্দর্য দেখতে এসে বিগত কয়েক বছরে প্রায় ৮ জন মারা গেছে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন প্রতি বছরে এখানে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানটির সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তারা স্থানটিকে সুরক্ষার জন্য আবেদন জানান।

ভৈরব নদের পানির নিচ থেকে উঠে আসছে তেলজাতীয় পদার্থ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর গ্রামে ভৈরব নদের পানির নিচ থেকে অজ্ঞাত উৎস থেকে তেলজাতীয় পদার্থ ভেসে উঠছে। মঙ্গলবার (২৯ জুলাই) সকাল থেকে বন্দর গ্রামের কফি হাউজ সংলগ্ন নদীপাড়ে এ দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, যা এলাকাবাসীর মধ্যে কৌতূহলের পাশাপাশি উদ্বেগও তৈরি করেছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, নদীর কিনারা ঘেঁষা হাঁটুসমান পানির নিচ থেকে তেল জাতীয় এক ধরনের পদার্থ ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে এবং তা পানির ওপরে ছড়িয়ে পড়ছে। পদার্থটি দেখতে অনেকটা ডিজেলের মতো এবং এর গন্ধও ডিজেলের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

স্থানীয়রা জানান, বাঁশ বা লাঠি দিয়ে নদীর তলদেশে চাপ দিলে আরও বেশি পরিমাণে তেলজাতীয় পদার্থ উঠছে। এটি কোথা থেকে আসছে—তা কেউ

নিশ্চিত করে বলতে পারছে না।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম। তিনি বলেন, “বিষয়টি আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।”

এদিকে, স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত এই তেলজাতীয় পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠানো হোক এবং উৎস চিহ্নিত করে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।

মেহেরপুরে ভৈরব নদে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ভৈরব নদে গোসল করতে গিয়ে পানির নিচে তলিয়ে রোকেয়া খাতুন (৮) নামের এক শিশু মারা গেছে। নিহত রোকেয়া খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের ছোটন আলীর মেয়ে ও স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্রী।

আজ শুক্রবার (১৩ সেপ্টম্বর) বিকেলে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, বিকেলের দিকে রোকেয়া খাতুন বাড়ির পাশে ভৈরব নদে গোসল করতে য়ায়। গোসল করার কোনো এক সময় পানির নিচে তলিয়ে যায়। পরে লাশ ভেসে উঠলে স্থানীয়রা তার মরদেহ উদ্ধার করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]; [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অভিযোগ করেন।

যাদবপুর গ্রামের আব্দুল আজিজ বলেন, তিনি ২০১৩ সালে ১৮ কাঠা জমি কিনেছেন। যা সিএস, এসএ ও আরএস রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত আছে। ওই জমিতে বিভিন্ন ফলের বাগান ছিলো। ওয়াকওয়ে করার জন্য আমার বাগান কেটে জমি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। জমি নেওয়ার আগে কোন ধরণের নোটিশও দেওয়া হয়নি। কিছু বলতে গেলে পোলেন মাস্তান বাজে ভাষায় গালিগালাজ করে এবং হুমকি দেয়।

একই গ্রামের নাসির উদ্দিন বলেন, তার ১একর ১৩ শতকসহ ৭ ভাইয়ের ৩ একর ৩২ শতক জমি ওয়াকওয়ের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওয়াকওয়ের কাজ শুরুর আগে জেলা প্রশাসকের কাছে কাজ বন্ধ রাখার জন্য আবেদন করেও কোন ফল পাননি বলে অভিযোগ করেন।
তিনি আরো বলেন, ভৈরবের উপর দিয়ে রাস্তা করবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, কাজ করার আগে জরিপ করলো না কেন। পরে একদিন পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউএনও, এসি ল্যাণ্ড এসে ঠিকাদারদের বললেন ওয়াকওয়েটা একটু নিচ দিয়ে করতে, কিন্তু ঠিকাদাররা কথা না শুনে উপরদিয়ে করে আমাদের জমি দখল করে নিয়েছে। কিছু বলতে গেলে ঠিকাদার পোলেনসহ তার লোকজন তেড়ে তেড়ে মারতে আসে।

মেহেরপুর শহরে ঘাটপাড়ার রাফিউল ইসলাম বলেন, তাদের সাড়ে তিন বিঘা জমির মধ্যে প্রায় এক বিঘা জমি ওয়াকওয়ের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে। পৌর এলাকার জমি অনেক টাকা দিয়ে আমাদের বাপ-দাদারা কিনেছেন। এখন সেই জমি উন্নয়নের নামে ওয়াকওয়ের জন্য দিয়ে দিতে হচ্ছে। এভাবে অনেকের জমি এতে চলে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থরা পৌর মেয়রের কাছে আবেদন করলে মেয়রের হস্তক্ষেপে শহরের অংশে কাজ বন্ধ রয়েছে।

গাংনী উপজেলার সহগলপুর গ্রামের নাসিম আহমেদ বলেন, ওয়াকওয়ে খুব বাজেভাবে কাজ করা হয়েছে। রাস্তার কোন লেভেল করা হয়নি। ফলে খুব দ্রুত ওই রাস্তা নষ্ট হয়ে যাবে। উন্নয়নের নামে সরকারের টাকা নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সৈকত এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপক জাকির হোসেন ওয়াকওয়ের কোন কাজ চলছে বলে স্বীকার করতে চাচ্ছিলেন না। পরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজের কথা বললে তিনি জানান, মামনু, পোলেনসহ কয়েকজন দেখা শুনা করছেন। অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি ফোনে কথা না সরাসরি দেখা করে কথা জানাবেন বলে জানান।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুল হান্নান প্রধান বলেন, পানি আইন ২০১৩ অনুযায়ী নদের কিনারা থেকে ১০ মিটার (৩৩ ফুট) পর্যন্ত জমি নদের অর্থাৎ খাস খতিয়ান হয়ে যাবে। ওই জমি অন্য যে কারো নামে, এমনি যে কোন রেকর্ড থাকলেও সেটি নদী বা নদের মালিকানায় আসবে। তবে ভৈরব নদের পাড়ে যেগুলো এমন আছে সেগুলো এতদিনে সংশোধন হওয়া দরকার ছিলো।

ওয়াকওয়ে নির্মানের বিষয়ে তিনি বলেন, সিডিউল অনুযায়ী যে মানের নির্মাণসামগ্রী এবং যেভাবে নির্মান করার কথা বলা হয়েছে সেভাবেই কাজ দেখে নেওয়া হবে। এর ব্যত্যয় মেনে নেওয়া হবে না।

কাদার মধ্যে থাকা পুঁটি, চিংড়ি, বেলে, তেলাপিয়া

কাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকা পুঁটি, চিংড়ি, বেলে, তেলাপিয়া আর হরেক রকম দেশী মাছ ধরায় ব্যাস্ত গ্রামের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই।এটা তাদের পেশা নয়, নেশা।তবে ঘন্টা খানেক মাছ ধরলে ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি পর্যন্ত মাছ পাওয়া যায়। বাড়ির তরকারিতে মাছের প্রয়োজন মেটে এ মাছ দিয়েই।বললেন পিরোজপুর গ্রামের বৃদ্ধ রমজান আলী, শিশু মাছুম হোসেন ও চল্লিশোর্ধ ফাহিম হোসেন।আজ শুক্রবার ভৈরব নদের পিরোজপুর ঘাটের নিছ থেকে মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুকে সাথে নিয়ে ছবিটি তুলেছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন–

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] (1)

[redacted] (1)

[redacted] (1)

[redacted] (1)

[redacted] (1)

ব্যাক্তি অভিযোগ করে বলেন, এই নদী থেকে যারা বালু উত্তোলন করছে তারা অনেক সংঘবদ্ধ এবং অত্যান্ত ক্ষমতাশীল ব্যাক্তি এই এলাকায় তিনটি স্থানে স্থানীয় বেশ কিছু নেতাদের ম্যানেজ করে তারা বালু উত্তোলন করছে। যার কারনে এলাকার মানুষ কোন প্রতিবাদ করতে পারছে না ।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলাম বলেন, কোন ব্যাক্তি অবৈধ ভাবে বালু উত্তোলন করতে পারবে না । যদি এ ধরনের কোন অভিযোগ পাওয়া যায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।